ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৭
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৯

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ:২০১৯

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৯
আ. ক. ম. আবদুল কাদের

ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ধারণা : একটি বিশ্লেষণ ২১
জান্নাতুল ফেরদাউস

ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ তত্ত্ব ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা ৩৯
ফারহানা আফরিন

আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক ধারণা ৬৩
জান্নাতুল ফেরদাউস

ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতি ৮৩
ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুন ও তাঁর ইতিহাসচর্চার ধারা ৯৭
অয়েজ কুরুনী

Book Review : গ্রন্থ পর্যালোচনা ১২৩
আল- মুকাদ্দিমা : হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত
গোলাম সামদানী কুরাইশী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

মনীষী ইবনে খালদুনের চিন্তা : বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে এখনো প্রাসঙ্গিক

মধ্যযুগে যেসব মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছিলেন ইবনে খালদুন তাঁদেরই একজন। ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে তাঁর আবির্ভাব। সমসাময়িক মুসলিম মনীষীদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া না গেলেও দুটি কারণে ইবনে খালদুন ইতিহাসের বিভিন্ন পরিক্রমা পেরিয়ে নির্ভুলভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছেন। যে দুটি নিয়ামক এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার প্রথমটি হলো ইবনে খালদুনের আত্মজীবনী। তিনি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে রচনা করেছেন التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا (ইবনে খালদুনের পরিচয় ও পাশ্চাত্য-প্রাচ্যে তাঁর সফরনামা)। এ আত্মজীবনী তাঁর জীবন, কর্ম, প্রাসঙ্গিক বিষয় ও সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এমনসব মৌলিক তথ্য প্রদান করে যা আমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত জীবদ্দশায়ই তাঁর অনন্য অসাধারণ প্রতিভা এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, সমসাময়িক মনীষীগণও তাঁর সম্পর্কে কলম ধরেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনাকর্মে। বিশেষত ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-মাকরিযীসহ তিনি যেসব ক্ষণজন্মা ছাত্র রেখে গিয়েছিলেন তাঁরাও তাঁদের শিক্ষককে বাস্তবতার নিরিখে চিত্রিত করেছেন।

উপর্যুক্ত দুই উৎস যে ইবনে খালদুনকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে তিনি ইয়েমেনের হাদরামী বংশের অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষের কোন একজন অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন বিজয়ের সময় সেখানে পৌঁছান। খালদুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা এ পূর্বপুরুষের নাম ছিল খালিদ, যা পরবর্তীতে উচ্চারণগত বিকৃতির শিকার হয়ে খালদুনে পরিণত হয়। নবম শতাব্দীতে এসে এ পরিবার শেভিলায় অর্ধস্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরে এ অঞ্চলের রাজনীতি, রাজ্য শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খ্রিস্টানদের অগ্রাভিযান স্পেনের মুসলিম শাসনকে সংকুচিত করে আনার প্রেক্ষাপটে খালদুন পরিবার ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে তিউনিসে বসবাস করা শুরু করেন। এ তিউনিসেই তিনি ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁকে জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে। জীবন বিকাশের শুরুতেই ১৩৪৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দের সর্বগ্রাসী প্লেগে পিতামাতাকে হারিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে জীবনের নানাবিধ আয়োজনে তাঁকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এ কারণে আমরা তাঁকে দেখতে পাই রাজ বংশের জৌলুস সিক্ত উদীয়মান এক জীবনশিল্পীকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে 'সাহিবে আলামা' বা রাষ্ট্রীয় পত্রের শুরুতে 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও শেষে 'আশ-শুকরু লিল্লাহ' লেখার পেশায়

নিয়োজিত হতে। কিন্তু তাঁর জীবন সেখানেই থেমে থাকেনি। বরং উন্নত ও বৈরি নানাবিধ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন, কখনো কাটিয়েছেন জেল খানায়, কখনো পলাতক হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনো মরুভূমিতে বেদুঈনদের সাথে মিশে হয়েছেন একাকার। আবার তাঁকে দেখা গেছে শিক্ষকতার আসনে, কখনো প্রধানমন্ত্রী বা সম্রাটের উপদেষ্টা হিসেবে অথবা 'মাজালিম' বিভাগের পরিচালক বা প্রধান বিচারপতির মর্যাদায়। ক্ষণিকে তাঁকে পাওয়া গেছে রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটদের দূতালিতে। তিনি জীবনের শেষাংশ কাটিয়েছেন মিসরে শিক্ষক ও বিচারপতি হিসেবে। এ সময়কাল ছিল জীবনের এক তৃতীয়াংশ। এভাবেই তিনি তিউনিস, বগি, বিস্করা, মাগরিব, ফেজ, কুস্তানতুনিয়া, তিলমিসান, বনু আরিফ, স্পেন, কার্ডোভা, গ্রানাডা, শেভিলা, মিসরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের সাথে মিশে গেছেন।

জীবন সংগ্রামের বিচিত্র রূপ দেখে এবং অবর্তমান ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিখে ইবনে খালদুন জীবন ও জগত সম্পর্কে এক সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি অর্জন করেন। এ অর্ন্তদৃষ্টিই তাঁকে জীবনদর্শনের এমন স্তরে নিয়ে যায় যে, তিনি একাধারে ইতিহাস দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত। তাছাড়া তিনি ভাষা, সাহিত্য, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, বিচারব্যবস্থা, ভূগোলসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে কাসীদা বুরদার ব্যাখ্যা, ইবনে রুশদের কাছীরাহ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর আল-মুহাস্সালের সারসংক্ষেপ লুবাবুল মুহাস্সাল, লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীবের উসূলুল ফিকহ কিতাবের ব্যাখ্যা, তাকঈদ ফীল মানতিক, গণিতশাস্ত্র, কিতাবুল ইবার (আল-ইবার ওয়া দিওয়ানিল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার), পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল সম্পর্কিত রচনা (যা তিনি সম্রাট তৈমুর লং এর নির্দেশে রচনা করেন), শিফাউস সাইল লিতাহজীবিল মাসাঈল, তাজকীরুস সাহওয়ান, মাযীলুল মালাম আন হুক্কামিল আনাম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃর্তি আল-মুকাদ্দিমা বা ইতিহাসের ভূমিকা। এ মহৎ সৃষ্টির কারণেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। আবার এটাও ঠিক যে, এ সৃষ্টিই তাঁর অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকে অবহেলার বিষয় করে তুলেছে। কিতাবুল ইবার নামে যে ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে তিনি এই 'আল-মুকাদ্দিমা' রচনা করেছিলেন, স্বয়ং সে ইতিহাসই এর ছায়ায় নিস্প্রভ হয়ে গেছে। ইসলামী জগতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ধারা প্রাথমিক পর্যায়েই আরম্ভ হলেও ইবনে খালদুনের পূর্বে অন্য কেউ ইতিহাসের বাস্তবতাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তিনিই সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তাকে ভাষা দিয়েছেন। এর কারণ তাঁর সম্মুখে লীলায়িত বাস্তব জগৎ ও ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে তিনি এক প্রচণ্ড বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে জীবন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে সে বিরোধিতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরি বা সমকালীন আর কারোর মধ্যেই জীবন সংগ্রামের এ ব্যাপকতা ছিল না। এজন্য মনে হয়, এ বিরোধের উপলব্ধি - জীবনের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলিয়েই ইবনে খালদুনকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহিত করেছিল। ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাস রচনার পরিকল্পনার ভূমিকায় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তি, এর কারণ ও ফলশ্রুতি এবং তাঁর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মূলত তিনি তাঁর এ ভূমিকায় নিজের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল, তাঁর সামগ্রিক বিষয় বিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে মানুষের অধিষ্ঠান। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ও তৎকালে প্রচলিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি এতে উপস্থাপন করেননি। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এ প্রকার প্রতিটি বিষয়কেই তিনি সমাজ প্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এককথায় বলতে গেলে, আল-মুকাদ্দিমাই তাঁর কালজয়ী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং এজন্যই তিনি শুধু ঐতিহাসিক দর্শনের জনক নন, সর্বকালের স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

শুধুমাত্র একজন লেখক, গবেষক বা দার্শনিক হিসেবেই তিনি ইতিহাসে অমর হননি। বরং সমসাময়িক রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণও তাঁকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। গভীর অর্ন্তদৃষ্টিতে তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনির্মাণ, সমাজবদ্ধতা, আসাবিয়া তথা গোত্রপ্রীতি, মানবপ্রকৃতিতে প্রাকৃতিক বৈচিত্রের প্রভাব, রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার কারণ ইত্যাদি অনুধাবন করতে যেয়ে ইতিহাসের যে পালাবদল দেখেছেন তা তাঁর ওপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাববিস্তার করে। তথাপি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও রাজা-বাদশাদের সাথে গভীর সম্পর্ক তাঁকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিধর ব্যক্তিতে পরিণত করে যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও রাজশক্তির উত্থান পতনে তিনি এক অনিবার্য উপাদানে পরিণত হন। এ কারণে বলা যায়, ইবনে খালদুন শুধুমাত্র ইতিহাসের পালাবদলের অন্তর্নিহিত কারণ ও ফলাফল সম্পর্কিত দর্শন পেশ করেননি বরং তিনি ইতিহাসের পট পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবেও কাজ করেছেন। ফলে তার রচনা, দর্শন ও চিন্তা এতকাল পরে আজও বিশ্বব্যাপী খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি।

"ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নালের ৫৭তম এ ইবনে খালদুন সংখ্যাটিতে তাঁর জীবন ও দর্শনের বিভিন্ন দিকের ওপর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও তাঁর কালজয়ী রচনা 'আল-মুকাদ্দিমা'-এর একটি 'গ্রন্থ পর্যালোচনা' অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো থেকে ইবনে খালদুনের চিন্তা ও মনন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও পাঠক মহল ধারণা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক